কৌশলগত পরিকল্পনা

জুলাই ২০২১- জুন ২০২৬

প্রণয়নকালঃ জুন ২০২১।

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন

মধুগঞ্জ বাজার, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহ -৭৩৫০।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলকে সামনে রেখে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কৌশলগত পরিকল্পনা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের আয়না, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে আগামীতে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে তার দিক নির্দেশনা থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার কর্মসূচীকে সফলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কৌশলগত পরিকল্পনায় যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহলোঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অধিকার ও সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ উন্নয়ন, সাংগঠনিক উন্নয়ন ইত্যাদি। বিভিন্ন পার্টনারদের নিয়ে কর্মশালায় বিভিন্ন পরামর্শ/মতামত, দলীয় কাজ উপস্থাপন ইত্যাদি।

একজন দক্ষ পরামর্শকের সক্রিয় সহযোগীতা ও পরামর্শের মাধ্যমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজটি বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়। এই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে এস বি এফ এর সাথে সংশিষ্ট লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী, পার্টনার, নাগরিক সমাজ, নির্বাহী পরিষদ, সাধারন পরিষদ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

এই কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। যেমন, আলোচনা সভা, কর্মশালা, ফোকাস গ্রুপডিসকাসন, দলীয় আলোচনা, বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

এস বি এফ এর নির্বাহী পরিচালক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণ এই প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

এস বি এফ এর কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ জুলাই ২০০৬ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০১১, জুলাই ২০১১ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০১৬, জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়। জুন ২০২১ সালে আবার নতুন করে প্রনয়ন করে।

আমি আশা করি এই কৌশলগত পরিকল্পনা আগামী ৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটিকে লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং সহযোগিতা করবে। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে এই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, বিয়োজন, সংযোজন করা হবে।

শিবুপদ বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
এস বি এফ
জুন ২০২১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০২১-২০২৬ সময়কালের এস বি এফ এর কৌশলগত পরিকল্পনা করতে পারায় আমরা আনন্দিত। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদের অংশগ্রহনে এই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের প্রতি। পুর্বে এস বি এফ এর কর্মকৌশল তৈরীতে সহযোগিতার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি, যাদের সার্বিক সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এই সময়োপযোগী এবং কঠিন কাজটি।

এস বি এফ এর নির্বাহী কমিটি, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি এবং এস বি এফ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মূল্যবান পরামর্শ এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে, তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বোপরি আমাদের এই কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রসারে এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা করছি।

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের এর পক্ষে সকল অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ:

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১.	আতাউল হক জেহাদ	সভাপতি	নিশ্চিন্তপুর ,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
২.	রাশেদ সাত্তার তরু	সহ-সভাপতি	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৩.	শিবুপদ বিশ্বাস	নির্বাহী পরিচালক	নিশ্চিন্তপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৪.	পংকজ কুমার সাহা	নির্বাহী সদস্য	কলেজপাড়া, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৫.	মোঃ মসিয়ুর রহমান	সমন্বয়কারী	মাস্টারপাড়া,ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৬.	এম আসাদুজ্জামান	প্রোগ্রাম সুপারভাইজার	চাকলাপাড়া, ঝিনাইদহ সদর	
৭.	কুদরাৎ ই খুদা নয়ন	প্রকল্প সমন্বয়কারী	নদীপাড়া,কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ।	
৮.	জামির হোসেন সাধারন	সম্পাদক প্রেসক্লাব	নিশ্চিন্তপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৯.	মোঃ ইসহাক আলী	সভাপতি লোকমোর্চা	বলরামপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১০.	মোঃ সাইফুদ্দিন কেরু	সভাপতি পি এফ সি কমিটি	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১১.	মমতাজ বেগম	সাবেক কমিশনার	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১২.	মনোয়ারা বেগম ইউপি	মেম্বর ও লোকমোর্চা সদস্য	মোস্তবাপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১৩.	সুমি খাতুন ছাত্রী	স্টপ ওভার হোম কালীগঞ্জ	ঢাকাপাড়া,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১৪.	এনামুল হক সিদ্দিক	সাংবাদিক	ইশ্বরবা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	
১৫.	শাহজাহান আলী,	সাংবাদিক	পাইকপাড়া,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	

১) সূচীপত্রঃ

০১. এস বি এফ এর পরিচিতি.....
০২. বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন.....
০৩. ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ, নীতি.....
০৪. কর্মসূচী কৌশল.....
০৫. সাংগঠনিক কৌশল.....
০৬. ভোগলিক অবস্থান .....
০৭. সহযোগী এবং তাদের ভূমিকা.....
০৮. বাস্তবায়ন পন্থা.....
০৯. সংযুক্তি
০৯.০১. অংশগ্রহণকারী এবং পরামর্শকের তালিকা.....
০৯.০২. অবস্থা বিশ্লেষণ.....
09.03. Priority & Attractiveness matrix.....
০৯.০৪. Activity GANT chart.....

১.০ ভূমিকা

এস বি এফ ঝিনাইদহ জেলার সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে। সমাজে যেখানে অনাচার, অবিচার, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, এস বি এফ সেখানে তা প্রতিহত করার মানসে সমাজের মানুষগুলোকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। এস বি এফ , অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক ইস্যুতে সদা জাগ্রত। যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দরিদ্র মানুষকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তা করে তাদের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয় এটা নীতিগতভাবে এস বি এফ বিশ্বাস করে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান করা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টায় ব্রতী রয়েছে কিছু দক্ষ পেশাজীবি। দেশের মোট অর্ধেক নারীকে পিছনে রেখে কখনই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এস বি এফ সংশ্লিষ্ঠ সকলেই সোচ্চার। সমাজের প্রতিটি নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলনে এস বি এফ অঙ্গীকারাবদ্ধ। সমাজকে নিরক্ষরমুক্ত ও শিক্ষিত জাতি গঠনের প্রয়াসে এস বি এফ নিরলসভাবে প্রচেষ্টারত। প্রকৃতি যেন তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এজন্য পরিবেশবান্ধব একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের এই অগ্রযাত্রা।

২.০ এস বি এফ এর পরিচিতি

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার থেকে ১৯৯৫ সালে এস বি এফ এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সীমিত কিছু কর্মসূচী নিয়ে। পরবর্তীতে কর্মসূচী বেড়েছে, চ্যালেঞ্জও বেড়েছে, তা সত্বেও এস বি এফ দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যপানে। দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে শিক্ষা, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, পরিবেশ ও বনায়ন, শিশুশ্রম নিরসন, সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুব উদ্বুদ্ধকরণ, মানবাধিকার ও সুশাসন, সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এস বি এফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। স্থানীয় গন্ডি পেরিয়ে আঞ্চলিক, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ফোরামেও এস বি এফ র ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এস বি এফ কাজ করে গরীব, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য এবং এ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সঙ্গত কারণেই এসব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য এস বি এফ র দক্ষ জনশক্তি দরকার। আগামী দিনগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এস বি এফ -কে আরও সক্ষম করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেজন্য এখনই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এস বি এফ হাতে নিয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী। এসব কর্মসূচী থেকে কোনটার সফলতা এসেছে আশানুরুপ, আবার কোনটার আশাতীত। এস বি এফ এর চলমান কর্মসূচী সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২.১ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি ঃ এন জি ও ফোরামের যৌথ সহায়তায় এস বি এফ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ৭০০টি পরিবারকে এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি অর্গানাইজারগন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। একটি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেনতনতা, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশনকে অধিকতর জোরদার করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

২.২ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী ঃ
গরীব, বঞ্চিত, অবহেলিত শিশুদের শিক্ষাদান, তাদেরকে মূলধারার শিক্ষা কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এ কর্মসূচী। এই শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষা লাভের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবেশ সচেতনতা, নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাংকন প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাবা-মা'দের উৎসাহী করা হচ্ছে। নারী শিক্ষা প্রসারে এ কর্মসূচীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং গ্রাম এলাকায় এখনো ৬০% নারী পুরুষ নিরক্ষর। তাদেরকে অক্ষরদান ও সচেতন করার লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে অক্ষরদান ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সুশিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

২.৩ কর্মজীবি শিশুদের অধিকার রক্ষা ও উন্নিতিকরণ প্রকল্প: ঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ঝিনাইদহ সদর,কালীগঞ্জ উপজেলা ও মাগুরা উপজেলার ঝুকিপুর্ন ও কর্মজীবি শিশুদের কে শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও কার্যকরি ভাবে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে এস বি এফ শিশুশ্রম নিরসন কর্মসুচি বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পাধীনে কর্মএলাকায় বিভিন্ন কর্মস্থলে, কলকারখানায়, দোকান পাটে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ৫০০০ শিশু শ্রমিকদের লেখাপড়া, কর্মদক্ষতা, সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিও কর্মস্থলগুলোকে শিশুশ্রম মুক্তকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।

২. ৪ নারী ও শিশুর অধিকার ঃ

সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। লৈঙ্গিক বৈষম্য, সৃষ্টির পেছনে বহুলাংশে পুরুষরাই দায়ী। মহিলারা সমভাবে পরিবার এবং সমাজে তাদের অবদান রেখে যাচ্ছে। সোনার বাংলা দীর্ঘদিন থেকেই নারী অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নারী, পুরুষের সমান কাজ করলেও মুজুরী পাচ্ছে পুরুষের চেয়ে কম। এই প্রথা ভাঙতে হবে। এটা শুধু মাত্র সোনার বাংলা বা সদস্যদের মাধ্যমে ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এই ব্যপারে একই মনোভাবাপন্ন উন্নয়ন সংস্থার এবং এ জাতীয় অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে গড়ে তোলা আবশ্যক।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। সকল বিষয়ে সোনার বাংলা গ্রুপ সদস্য এবং সদস্য নন এমন মহিলা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ এবং পুরুষ প্রতিপক্ষকে সচেতন করা। অর্থাৎ নিম্নে দুটো মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(ক) জনগণের মধ্যে আইনগত অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি।
(খ) কার্যকরী ভাবে বাল্যবিবাহ,নারী ও শিশু নির্যাতন রোধকল্পে বিভিন্ন গ্রামে কমিটি গঠন, আলোচনা মাধ্যমে মিমাংসা, কোর্টে মামলা দায়েরের জন্য পরামর্শ প্রদান ও আর্থিক সহযেগিতা করা।

গ্রুপ

২.৫ মানবাধিকার ও সুশাসন ঃ

নারী ও শিশু অধিকার প্রকল্প, নারী-পুরুষ, শিশুদের জন্য মানবাধিকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসি, মানবাধিকার অনুসন্ধান প্রভৃতি এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, ওয়ার্কশপ, র‌্যালী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা অনুসন্ধান, কেস ষ্টাডি তৈরী, তা প্রকাশের উদ্যোগও রয়েছে। বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচীর মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের সমাজ, পরিবারে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম করার মধ্য দিয়ে তাদের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে অবদান রাখছে।

২.৬ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।

শরীরের কোন অঙ্গ না থাকা, কোন অঙ্গ ব্যবহরের ক্ষমতা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে না থাকা এবং শারিরীক ও মানসিক অস্বাভাবিক সম্পন্ন জনগোষ্টিকে আমরা প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। সমাজে এই ধরনের প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ প্রধানত তিনটি। যেমন মায়ের গর্ভাবস্থায় থেকে প্রসবের সময় থেকে এবং প্রসবের পরে। এই তিনটি অবস্থায় কার কি করা উচিত এ সম্পর্কে সঠিক ধারনার উপরে প্রতিবন্ধীতা দেখা যায়। অন্যদিকে আমরা এলাকায় কাজ করতে যেয়ে দেখেছি প্রতিবন্ধিতার সাথে অবহেলা, দারিদ্র ওতপ্রতভাবে জড়িত। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট জনসংখ্যার ৮% লোক প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বেশি। এছাড়াও শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও আছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য সোনার বাংলা একজন সোস্যাল কমিউনিকেটর, একজন সিএইডিআরটি দ্বারা বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

প্রতিবন্ধী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রস্তুত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
(খ) প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক উপকরণ ও আয়বর্ধক খাতে অনুদান প্রদান করা।
(গ) প্রশিক্ষন প্রদান ও ঋন সহায়তা মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি মূলক কাজে সম্পৃক্ত করা।
(ঘ) সমাজে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং ব্যবস্থা গ্রহন করা।
(ঙ) প্রতিবন্ধীর হার কমানোর লক্ষ্যে গর্ভবতী মায়েদের সচেতন করা এবং প্রতিবন্ধী পরিবারকে সচেতন করা।
চ) প্রতিবন্ধীদের স্থায়ী শেল্টার হোমের ব্যবস্থা করা।
ছ) প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত স্কুলের ব্যবস্থা করা।

২.৭ স্থায়িত্বশীল কৃষিঃ

প্রথমত বলা দরকার, বাংলাদেশ এখনো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি, অন্যতম খাদ্যশস্য ধান বা চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এখন পর্যন্ত দেশের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা পূরণ করে আসছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তে বড় কৃষক বা বড় পুঁজির মালিক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে বেশি মনোযোগী হবে। ফলে তা

একদিকে যেমন আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলায় বিঘ্ন তৈরি করবে অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সাফল্যকে পদদলিত করে কর্পোরেট কৃষিকে প্রণোদনা জোগাবে।

উৎপাদনের উপকরণ, বিশেষ করে বীজ ও কীটনাশক সবকিছুই বহুজাতিক কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে। নতুন নতুন গবেষণার মধ্য দিয়ে বীজের মালিকানা যদি কৃষকের হাতে ধরে রাখা না যায় তাহলে অচিরেই কেনিয়া, কলম্বিয়া ও উরুগুয়ের মতো আমাদের দেশেও কোম্পানিগুলিই কৃষিখাতে আধিপত্য বিস্তার করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যেই বীজের ব্যবসায় নেমে পড়েছে প্রাণ, এসিআই, কাজী এন্ড কাজী, ব্র্যাক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিসহ তামাক কোম্পানিগুলো। তারা হাজার হাজার বিঘা জমি লিজ নিচ্ছে, ক্রয় করছে- এমনকি কোথাও কোথাও দখলও করছে।

উদ্দেশ্যঃ

১)পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পরিবেশ বান্ধব স্থায়ীত্বশীল কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২) কৃষকদের নিজস্ব বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে সহায়তা করা।

৩) বহুজাতিক কোম্পানীর বাজারজাতকৃত বীজ সার বর্জন করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪) কৃষকদেরকে জৈব প্রযুক্তির চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরন করা।

৫) কৃষিখাতে প্রদত্ত সরকারী সেবাসমুহে প্রকৃত কৃষকদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

৬) কৃষকদের অধিকার আদায়ে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা ।

৭) দেশীয় প্রযুক্তিতে বালাই নাশক তৈরিতে ও ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮) জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষি ও কৃষকদের ভুমিকা সম্পর্কে সচেতন করা।

৯) সামাজিক বনায়ণ ও পুকুর খননের মত পরিবেশ সংরক্ষনে ভুমিকা পালনকারী কর্মকান্ডে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ফলাফলঃ জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.৮ দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়ন (ভিজিডি) ঃ

গ্রামীন মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র অবস্থার উন্নয়নে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসুচি সরকারের সর্ববৃহৎ সামজিক নিরাপত্তামুলক কর্মসুচি এ কর্মসুচির উদ্দেশ্য দরিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীন মহিলাদের খাদ্য সহায়তা প্রদান এবংপাশাপশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানের মাধ্যমে আথ সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করা যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য রিবরাপত্তাহীনতা, পুষ্টহীনতা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থাকে সফল ভাবে অতিক্রম করে চরম দরিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। "স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা" এই মুল নীতি অনুসরনের মাধ্যমে নিজস্ব উদ্দ্যেগে চরম দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে এই কর্মসুচি মহিলাদের যোগ্য করে তোলে।

ভিজিডি কর্মসুচির উদ্দেশ্যঃ **বাংলাদেশের দরিদ্রপীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা,পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা,এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।**

২.৯ মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পঃ

অসচেতনতা, অশিক্ষিত, কুসংস্কার, দারিদ্রতার কারণে গ্রাম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্টির সঠিক সময়ে ডাক্তার দেখাতে পারে না তার করণে আমাদের মা ও শিশু মৃত্যু হার বেশী।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করা।

(খ) সঠিক সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান।

(গ) পুষ্টিকর খাবার সম্বন্ধে সচেতন করা।
(ঘ) সঠিক সময়ে মা ও শিশুর টিকা গ্রহনের পরামর্শ প্রদান

২.১০ এসটি আই এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প।

এইডস একটি ভয়াবহ রোগ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে এই রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। এখনই আমাদের সমাধান করতে হবে। এইডস রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞমহল কিছু এলাকাকে এইডস রোগ বিস্তারের সম্ভব্য বিপদজনক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে বেনাপোল স্থল বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর অন্যতম। বেনাপোল মংলা বন্দরকে সম্ভব্য বিপদজনক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করার মূল করণ হলঃ বেনাপোল বাংলাদেশ ও ভারতের ট্রানজিট পয়েন্ট। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ব্যবসা, চিকিৎসা, বেড়ানোর জন্য ভারতে যাতায়াত করেন এবং ভারত থেকে ও প্রচুর লোক বাংলাদেশে আসেন অবস্থান করেন। মংলা বন্দরে বিভিন্ন দেশের জাহাজ আসে ও জাহাজের নাবিকেরা বাংলাদেশে রাত যাপন করে। এদের কেউ যদি মোহের বশে বা সাময়িক আনন্দের কারণে অরক্ষিতভাবে যৌন আচারণে লিপ্ত হন, তবে এইডস রোগের জীবানু দ্বারা সংক্রামিত হ'বার যথেষ্ট সম্ভবনা থেকে যায়। দেশে ফিরে এইসব লোকেরা নিজ বা পতিতা গমণের মাধ্যমে খুব সহজেই এইডস রোগ ছড়াতে পারে। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও পদক্ষেপ কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধে বিভিন্ন গ্রামে কাজ করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) এইডস সম্পর্কে জনসাধারণকে ধারনা প্রদান ও এইডস এর প্রতিরোধে কর্যাকরী ব্যবস্থা গ্রহন।
(খ) এইডস সম্পর্কিত আলোচনা, সেমিনারের আয়োজন এবং বাস্তবায়ন করা।
(গ) পোষ্টার লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ।
(ঘ) তৃণমূল পর্যায়ে এইডস সম্পর্কে গণসচেনতা সৃষ্টি করা।
(ঙ) দোকান মালিক ও ওয়ার্কশপ শ্রমিকদের এইডস সম্পর্কে সচেতন করা।

২.১১ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ প্রকল্প।

নারী পাচার নিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক তোড় জোড় শুরু হয়েছে। কিভাবে অমানবিক এই কাজে প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে চলছে নানা তৎপরতা। সংশিষ্ট দেশ সমুহের সরকার ছাড়াও বেসকারী পর্যায়ে নানাভাবে বিষয়টি উত্থাপিত ও আলোচিত হচ্ছে এবং পাচার প্রতিরোধে প্রস্তাবনা বেরিয়ে আসছে। কালীগঞ্জ উপজেলা সীমান্তবতী এলাকা। এইপথ দিয়ে অসংখ্য নারী ও শিশু পাচার হয়। পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সোনার বাংলা কালীগঞ্জ কোটচাঁদপুর উপজেলায় বিভিন্ন গ্রামে এ্যাডভোকেসী মূলক কাজ করেছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) গণসচেতনতা সৃষ্টি।
(খ) বিভিন্ন গ্রামে কমিটি গঠন।
(ঘ) সামাজিক নেতা, ঈমাম, এনজিও কর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভা।

২.১২ নেটওয়ার্কিং ঃ

সমমনা সংগঠন ও সংস্থাগুলোকে নিয়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইস্যুতে জনমত গঠন, সমন্বিত কর্মকান্ড হাতে নেয়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করণ, ঐক্য গড়ে তোলার জন্য নেটওয়ার্কিং কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ইস্যুতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্য আন্দোলন (পিএইচএ)এর সাথে নেটওয়ার্কিং জোরদার হয়েছে। কিছু সংস্থাকে ব্র্যাক-এনএফপিই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করানো হয়েছে। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) এর সাথে যৌথ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

১. **উক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে ৫৩ জন (মহিলা-২৫,পুরুষ-২৮) উন্নয়ন কর্মী।** এস বি এফ এর **রয়েছে একটি কার্যকর গভর্নিং বডি। কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: নেটওয়ার্কসমুহ** -এডাব (এ্যসোসিয়েশন ফর ডেভলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ),বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম,সেন্টার ফর ডিজ্যাবিলিটি এন্ড ডেভলপমেন্ট (সি ডি ডি),ফেমা (ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এ্যালায়েন্স) ,গভর্নেন্স কোয়ালিশন,এইডস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ, খাদ্য স্বাধিকার আন্দোলন। গণস্বাক্ষরতা অভিযান,ন্যাশনাল ডিজ্যাবল ফোরাম (NFOWD),খাঁন ফাউন্ডেশন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান(সুপ্র),জনগনের স্বাস্থ্য আন্দোলন,ঝিনাইদহ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট ফোরাম (বি এস ডি এফ) ইত্যাদি ও সরাসরি সহায়ক হিসাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন,কিন্ডারমিশনার্ক জার্মানী,অক্সফাম মহিলা,মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর ওয়েভ ফাউন্ডেশন, এন জি ও

ফোরাম ,বাঁচতে শেখা, Share The Planet Association, Japan এসব কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য সার্বিকভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে।

৩.০ অবস্থা বিশ্লেষণ ঃ

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন সবলতা ও দূর্বলতা এবং বাইরের সুযোগ ও ভীতি চিহ্নিত করা অতীব জরুরী। প্রতিষ্ঠান তার সবলতার উপর ভিত্তি করেই কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে/সমাজে কোথায় কোথায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে না পারলে কর্মসূচী হাতে নেয়া সম্ভব হবেনা। সেই সাথে ভীতি সমূহ থেকে সজাগ থাকাও প্রতিষ্টানকে টেকসই করার অন্যতম পদক্ষেপ। সেই লক্ষ্যে এস বি এফ SWOT টুলস ব্যবহার করে তার সবলতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ভীতিসমূহ খুঁজে বের করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

৩.১.১ সবলতা ঃ

এস বি এফ এর মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তার দক্ষ ও কর্মঠ কর্মী বাহিনী সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বৃন্দ এবং তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীদের নিয়ে গঠিত দল। এছাড়াও কমিটেড স্টাফ, দক্ষ প্রশাসন, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক কার্যকরী আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাস্তবসম্মত মনিটরিং এবং নিরীক্ষা বিভাগ, সকল কার্যক্রমের সঠিক নীতিমালা, মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা, কার্যকর মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিভাগ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ, যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সক্রিয় কার্য নির্বাহী পরিষদ, বহিরাগত নিরীক্ষা ব্যবস্থা, কর্মএলাকায় সুনাম এবং সাধারন জনগন ও উপকারবোগীদের সাথে সুসম্পর্ক, সরকারী অফিস এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক, অরাজনৈতিক কর্ম পরিবেশ, কর্মীদের নির্দিষ্ট জব রেসপনসিবিলিটি, সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, কাজ করার অভিজ্ঞতা, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগনের সংস্থার প্রতি আস্থা, কর্মীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক/ আস্থাশীলতা, দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, দাতা সংস্থার আস্থা, নেটওয়ার্কিং, জেন্ডার সংবেদনশীল কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠানটিকে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৩.১.২ দূর্বলতা

সবলতার পাশাপাশি কিছু উন্নয়নের সুযোগ/দূর্বলতাও রয়েছে এস বি এফ র। আর্থিক সীমাবদ্ধতা, ডোনার নির্ভর, আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব , পর্যাপ্ত প্রশিক্ষকের অভাব, হিসাবের ক্ষেত্রে কর্মীদের অভিগম্যতার অভাব, দক্ষ গবেষকের অভাব, কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতার অভাব, প্রকাশনা বিভাগের অভাব, দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা, পর্যাপ্ত নিজস্ব অবকাঠামো নাই, যানবাহনের অপর্যাপ্ততা, মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনিক দূর্বলতা, দাতা সংস্থার সাথে সার্থক যোগাযোগের অভাব, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব, অভ্যন্তরীন সমন্বয়ের অভাব, কর্মী ঝরে পড়া, বেতন কাঠামো তুলনামূলক কম, ছাপাখানার অভাব, গবেষণা, প্রকাশনা ও তথ্যায়ন বিষয়ক কর্মীর অভাব, বিকল্প নেতৃত্বের অভাব, যুগোপযোগী কর্মী নীতিমালার অভাব, ইত্যাদি বিষয়গুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে কাংখিত উন্নয়ন সম্ভব।

৩.১.৩ সুযোগ

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং কর্ম পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুযোগ চিহ্নিত করা আবশ্যক। এস বি এফ র সুযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে এনজিও কমিউনিটিতে মতামত প্রদানের সুযোগ, শিক্ষিত ও যোগ্য কর্মী পাওয়ার সুযোগ, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করানোর সুযোগ, দাতা সংস্থার সাথে সু-সম্পর্ক, কর্ম এলাকা বৃদ্ধির, জলবায়ু নিয়ে কাজ করা, জনসতেনতা বৃদ্ধি, নদী ও চর নিয়ে কাজ করা, স্বাস্থ্য সেবা, এসটিডি, এইচআইভি/এইডস, আর্সেনিক নিয়ে কাজ করা, প্রশিক্ষণ বাজারজাতকরণ, অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে সু-সম্পর্ক, সকল পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মত প্রকাশের সুযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবি ও নাগরিক সমাজের সাথে সু-সম্পর্ক, সরকারের সহায়তা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অংশীদারিত্ব, সরকারের জাতিগঠনমূলক উন্নয়নের বিভাগসমূহের সহিত অংশগ্রহনের সুযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

৩.১.৪ ভীতি

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, মৌলবাদ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সরকারের নীতি, দাতা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শর্ত, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সজাগ থেকেই প্রতিষ্ঠানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে এস বি এফ এর।

৩.২.১ বৈশ্বিক পরিস্থিতি

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্যে "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত দেশগুলো নীতিগতগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নিরক্ষর মানুষগুলোকে শিক্ষিত করে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরী।

পৃথিবীতে গড়ে প্রতি মিনিটে মারা যায় প্রায় অসংখ্য শিশু ও প্রসুতি। মাতৃ এবং শিশু মৃত্যু রোধে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো সোচ্চার।

বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় বিভিন্নভাবে অধিকার বঞ্চিত হয় মানুষ। মানুষ তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চায়। সমাজের কিছু অতিলোভী মানুষ তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে, অন্যের অধিকার খর্ব করে। আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা।

বিশ্বের ৬০% মানুষ দারিদ্রতার মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষমাত্রায় দারিদ্র্য নিরসন বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা হয়েছে। গত ২০০০ সাল থেকে মাত্র ১% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে যা লক্ষ্য অর্জিত হতে সময় লাগবে আরো ৫০ বছর।

প্রকৃতিকে ধ্বংস করা মানেই পৃথিবীকে ধ্বংস করা। অপরিকল্পিত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনের কারনে পরিবেশ ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর প্রকৃতিও বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা ইত্যাদির মাধ্যমে নিচ্ছে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ।

৩.২.২ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । আর এখানকার সাক্ষরতার হার মাত্র ৭০%। ৩০ শতাংশের মত জনসংখ্যাকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। বিগত ১০ বছরের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এসময়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি মাত্র ১%। এই ভাবে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেতে থাকলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

বাংলাদেশে প্রায় ৫০% মানুষ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত, স্যানিটেশন সেবা থেকে বঞ্চিত প্রায় ৪০% মানুষ। শিশু মৃত্যুর হার ৫% এবং অনিরাপদ অবস্থায় সন্তান প্রসব করে প্রায় ৯০% প্রসুতি। সরকারি চিকিৎসা সেবা গ্রাম তো দুরের কথা, অনেক সময় ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পৌছায় না ।

বাংলাদেশের সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, মানবাধিকার এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বিভিন্ন সময় আমরা দূর্নীতিতে প্রথম দিকে রয়েছি। খুন, জখম, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার, ঘুষ, অবিচার, অন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। যেখানে সুশাসন নেই সেখানে দুর্নীতি স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে।

বাংলাদেশের মানুষ আর দরিদ্রতা সমান তালে চলমান। পরনির্ভরশীলতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয় দরিদ্রতার অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ একটি দূর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, প্রলয়ংকরী ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন আর খরা এদেশের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। এগুলোর সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হয় এদেরকে। মানুষ এবং তাদের সঙ্গী জীবজন্তু গুলোকে স্থানান্তরিত হতে হয় বাধ্য হয়েই। ফলে উৎপাদন হয় বাঁধাগ্রস্থ প্রকারান্তরে জাতীয় অর্থনীতি প্রায়শঃই হুমকির মধ্যে পড়ে, ঋণগ্রস্থ হতে হয় সরকারকে। এই মানুষগুলোর কাছে টেকসই উন্নয়ন শুধুই দিবাস্বপ্ন। অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন করে জীবের জীবনীশক্তি অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে।

আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে বিলীন হতে চলেছে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি হিসাবে ধারণ করতে গিয়ে সামাজিক পরিবেশ হচ্ছে কলুষিত।

৩.২.৩ আঞ্চলিক অবস্থা

এস বি এফ কর্ম এলাকায় বেশ কয়েকটি এনজিও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে কাজ করছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। দারিদ্রতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, মানসম্মত শিক্ষা এবং

শিক্ষকের স্বল্পতা, অসচেতনতা এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং এবং সুশাসনের অভাব, প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ।
এস বি এফ, সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সচেতন করা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন বলে মনে করে। সুশাসন নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানসম্মত এবং একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এস বি এফ জনসমর্থন আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষক তৈরীতে দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিশুশ্রম বন্ধ করে এইসব শিশুদের স্কুলমুখী করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এস বি এফ র।

এস বি এফ কর্ম এলাকায় খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নানা প্রতিকুলতার কারণে অবহেলিত। অত্র এলাকায় চিকিৎসা সেবা দেয়ার মত বেসরকারি সংস্থা কাজ করেনা বললেই চলে। যা দুই একটা আছে তারা আবার ব্যবসায়িক দিকটাকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ গ্রাম্য কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে এমনকি ঝাড়-ফুঁকের ব্যবসাও এখানে বিদ্যমান। কিছু বিত্তবান মানুষ আরো বিত্ত-বৈভবের জন্য ক্লিনিক স্থাপন করেছে যেখানে চিকিৎসা সেবা গরীব মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধে দরকার ব্যপক সচেতনতা, পুষ্টি শিক্ষা এবং নিয়মিত পরিচর্যা। এস বি এফ এ লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পানি ও পয়ঃনিষ্কাষনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। গরীব মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়েছে নানা কর্মসূচি।

এস বি এফ কর্ম এলাকায় রয়েছে নানা ধরনের বৈষম্য। এখানকার মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যসেবা সুদুর পরাহত। ক্ষুধার যন্ত্রনা মেটাতে ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করছে অনেকে। সরকারী যেসব সেবাদানকারী সেক্টর আছে সেখানে রয়েছে সুশাসনের অভাব। সমাজে নারীদের অবস্থান এখনও প্রচীনকালে। এস বি এফ কর্ম এলাকায় মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা কাজ করছে। আবার তাদের কাজের ধরনও নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে।

এস বি এফ অত্র এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের সচেতন করা এবং কর্মসংস্থানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাপক এডভোকেসি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে সভা, সেমিনার, মানব বন্ধন, গণনাটকসহ এডভোকেসির মাধ্যমে সমাজের সকল পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরী এবং এটি নিশ্চিত করতে পারলেই আমাদের কাঙ্খিত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন স্বার্থক হবে।

ভৌগলিক অবস্থান আর অবহেলার কারণে এস বি এফ কর্মরত এলাকা উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। অত্র অঞ্চলে অনেক প্রতিষ্ঠান/এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এই ঋণ নিয়ে দরিদ্র মানুষগুলো আয়বৃদ্ধি করার পরিবর্তে ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য আবারো অন্য জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে দরিদ্র আরো দরিদ্রতর হচ্ছে।

এস বি এফ দল গঠন করে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, সঞ্চয় দিয়ে তহবিল গঠন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাদেরকে বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। দরিদ্র মানুষগুলো দারিদ্রতার দুষ্টচক্রে ঘূর্ণায়মান। এই চক্র থেকে বের হতে হলে পূঁজি গঠনের বিকল্প নেই। তাই সমাজের এই দরিদ্র মানুষগুলোকে শুধূ ঋণ দিলেই হবেনা, তাদের অর্থনৈতিক পূঁজি গঠনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। দরিদ্র মানুষ পরনির্ভরশীল হবেনা, তারা সম্পদে রূপান্তরিত হবে, অবদান রাখবে জাতীয় অর্থনীতিতে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের নিরাপত্তা নিয়ে এস বি এফ কর্ম এলাকায় ২/৩ টি বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখতে এখানে কোন সংগঠন কাজ করেনা। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি যাতে এদেশের যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে না যায় সেজন্য বদ্ধ পরিকর।

নিরাপদ পরিবেশ তৈরী এস বি এফ র অন্যতম লক্ষ্য। আর এই নিরাপদ পরিবেশ তৈরীতে দরকার ব্যপক প্রচারণা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের রয়েছে একটি বড় ভূমিকা। মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য এস বি এফ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতিকে লালন এবং রক্ষনাবেক্ষনের জন্যেও রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী।

৪.০ ভিশন

একটি দারিদ্রমুক্ত, প্রকৃতিবান্ধব, শিক্ষিত ও ন্যায্য সমাজ।

৫.০ মিশন

নারী-পুরুষের সম অধিকারের ভিত্তিতে জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সুশাসন, তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

৬.০ মূল্যবোধ

- জেন্ডার সমতা
- মানবিক মর্যাদা
- সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা
- গণতন্ত্র
- সততা ও ন্যায় পরায়ণতা
- ধর্ম নিরপেক্ষতা

৭.০ নীতি

- জবাবদিহিতা
- স্বচ্ছতা
- ঐক্য ও সংহতি
- নেটওয়ার্কিং
- প্রতিশ্রুতি
- নিয়মানুবর্তিতা

কর্মসূচীর কৌশল

৮.০ শিক্ষা

দরিদ্রতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, মানসম্মত শিক্ষা এবং শিক্ষকের স্বল্পতা, অসচেতনতা এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং এবং সুশাসনের অভাব, প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ।

এস বি এফ , সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সচেতন করা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন বলে মনে করে। সুশাসন নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানসম্মত এবং একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এস বি এফ জনসমর্থন আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষক তৈরীতে দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিশু শ্রম বন্ধ করে এইসব শিশুদের স্কুলমুখী করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এস বিএ ফর।

ইস্যু	উদ্দেশ্য	কাঙ্খিত ফল	কার্যক্রম
৮.১ মানসম্মত শিক্ষা, শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করা এবং কারিগরি শিক্ষা ,বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি।	• ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে সহায়তা করা • মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার পথ সুগম করা • প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের লোকজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • শিক্ষাক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করা • মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা • বয়স্ক শিক্ষা প্রদান অতপর তাদেরকেই কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।	• সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে • জীবনমুখী শিক্ষা নিশ্চিত হবে • শিশুদের ঝরে পড়া রোধ হবে • মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার মূলস্রোতধারায় মিলিত হবে • আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে • সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে • বয়স্কদের সাক্ষরজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।	• উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম • অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণ • উঠান বৈঠক • এসএমসির সাথে বৈঠক • স্থানীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় করা • সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন • শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ • বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ • এ্যাডভোকেসি • শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করা • দূর্যোগকালীন শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা • শিশুবান্ধব লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা • গবেষণা • কমিউনিটি লাইব্রেরী • বয়স্ক শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। • আয়বৃদ্ধিমুলক শিক্ষা প্রদান করা।

৯.০ স্বাস্থ্য

মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধে দরকার ব্যপক সচেতনতা, পুষ্টি শিক্ষা এবং নিয়মিত পরিচর্যা। এস বি এফ এ লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পানি ও পয়ঃনিষ্কাষনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। গরীব মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়েছে নানা কর্মসূচি।

কৌশল	উদ্দেশ্য	কাঙ্খিত ফল	কার্যক্রম
৯.১ ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যসেবা ও স্থায়ী হাসপাতাল	● দ্রচত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ● গ্রামীণ এলাকায় আধুনিক সেবা প্রদান ● স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ● হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।	● অপচিকিৎসা রোধ ● চিকিৎসার বানিজ্যিকীকরণ বন্ধ ● সচেতনতা বৃদ্ধি ● দরিদ্র ব্যক্তিগন সহজ মুল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাবে।	● ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্র ● এ্যাম্বুলেন্স ● দক্ষ চিকিৎসক নিয়োগ ● দক্ষ স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ ● অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ● সচেতনাতামূলক ভ্রাম্যমান চলচিত্র প্রদর্শনী ● স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
৯.২ মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধ	● মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো	● মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	● গণসচেতনতা গড়ে তোলা ● সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান ● প্রসুতি মায়ের প্রসবপূর্ব এবং প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ● যথাযথ চিকিৎসা সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া ● বাল্য বিবাহ রোধ
৯.৩ যৌনবাহিত রোগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি	● যৌনবাহিত (এইচআইভি/এইডস, সিফিলিস, গণোরিয়া) রোগ প্রতিরোধ করা ● যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা ● ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা	● এইচআইভি/এইডস, সিফিলিস, গণোরিয়া ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগ সম্পর্কে সচেতন হবে ● ধর্মীয় অুশাসন মেনে নিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হবে	● সভা ● সেমিনার ● প্রশিক্ষণ ● ভ্রাম্যমান চলচিত্র ● র‍্যালী ● বিলবোর্ড ● পোষ্টার ● উঠান বৈঠক ● ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুধকরণ

৯.৪ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	● নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ● স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ● পানিবাহিত রোগ এবং এর সংক্রমন হ্রাস করা	● পানিবাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে ● শিশুমৃত্যুর হার কমবে ● আর্সেনিক দূষণ রোধ হবে ● স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে উঠবে	● সভা ● সেমিনার ● প্রশিক্ষণ ● ভ্রাম্যমান চলচিত্র ● র‍্যালী ● চায়ের দোকানে সেশন ● স্কুল কলেজে বিশেষ প্রচারাভিযান ● উঠান বৈঠক ● আর্সেনিক পরীক্ষা ● রিং ,স্ল্যাব বিতরন ● কূপ খনন ● বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

১০.০ সংস্কৃতি

বাংলাদেশে পাহাড়ীদের রয়েছে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে। তাই এস বি এফ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে লালন এবং রক্ষনাবেক্ষনের জন্যেও রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী।

১০.১ লোকজ/স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ	● লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখা	● লোকজ সংস্কৃতি রক্ষা পাবে ● লোকজ সংস্কৃতির চর্চ্চা হবে	● সাংস্কৃতিক দল গঠন ● সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ● বিভিন্ন দিবস পালন করা ● পান্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ● বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ

১১.০ মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

এস বি এফ অত্র এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের সচেতন করা এবং কর্মসংস্থানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাপক এডভোকেসি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে সভা, সেমিনার, মানব বন্ধন, গণনাটকসহ এডভোকেসির মাধ্যমে সমাজের সকল পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরী এবং এটি নিশ্চিত করতে পারলেই আমাদের কাঙ্খিত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন স্বার্থক হবে।

কৌশল	উদ্দেশ্য	কাঙ্খিত ফল	কার্যক্রম
১১.১ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা	●জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ●স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়ন/ কার্যকরী করা ● ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকরী করা।	● জনগন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে ● সরকারী সেবা এবং সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে ● জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। ●গ্রাম আদালত কার্যকরী হবে। জনগন স্থানীয় সরকারমুখী হবে।	● এ্যাডভোকেসি ● মানব বন্ধন ● স্মারকলিপি পেশ ● সেমিনার ● কর্মশালা ● প্রশিক্ষণ ● দলীয় আলোচনা ● র‍্যালী ● গণনাটক ● ব্যানার, পোষ্টার, লিফলেট ● জনগনের মধ্যে ঐক্যমত গঠন
১১.২ মানবাধিকার	মানবাধিকার নিশ্চিত করা ● মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনা হ্রাস	মানবাধিকার রক্ষায় সামাজিক আন্দেলন গড়ে উঠবে মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনা হ্রাস পাবে বিভিন্ন ধরনের আইন সম্পর্কে সচেতন হবে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হবে দূর্নীতি হ্রাস পাবে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা হবে।	● অধিকার সচেতন গ্রূপ গঠন করা ● অধিকার সংরক্ষণ গ্রুপগঠন করা ● নাট্য ও সাংস্কৃতিক দল গঠন ● মিটিং ● সালিশী বৈঠক ● গণমাধ্যমে প্রচার ● বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ● গণনাটক ● আইন শিক্ষা প্রদান ● আইনী সহায়তা প্রদান
১১.৩ নারী ও শিশুর অধিকার	● তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ও শিশুর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা।	● নারী পুরুষ সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন। ● শিশুদের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ● অধিকার বঞ্চিত নারীরা তাদের অধিকার ফিরে পাবেন। ● সমাজে নারী পুরুষের সমতা ফিরে আসবে।	● উঠান সভা ● আইনী সহায়তা প্রদান করা। ● মিটিং ● সালিশী বৈঠক ● অধিকার সচেতন গ্রূপ গঠন করা ● প্রশিক্ষণ ● র‍্যালী ● গণনাটক

১১.৪ প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা	• প্রতিবন্ধীদের অধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করা।	• প্রতিবন্ধীরা সমাজে তাদের মর্যাদা ফিরে পাবে। • সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। • প্রতিবন্ধীদের প্রতি করনীয় আচরণ বিষয়ে সচেতন হবে। • প্রতিবন্ধীদের সরকারী সুযোগ সুবিধা সমুহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে। • প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিৎ হবে। • প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিৎ হবে।	• প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রস্তুত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। • প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক উপকরণ ও আয় বর্ধক খাতে অনুদান প্রদান করা। • প্রশিক্ষন প্রদান ও ঋন সহায়তা মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি মূলক কাজে সম্পৃক্ত করা। • সমাজে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং ব্যবস্থা গ্রহন করা। • প্রতিবন্ধীর হার কমানোর লক্ষ্যে গর্ভবতী মায়েদের সচেতন করা এবং প্রতিবন্ধী পরিবারকে সচেতন করা। • প্রতিবন্ধীদের স্থায়ী শেল্টার হোমের ব্যবস্থা করা। • প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা করা।
১১.৫. দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।	• দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা ।	• বৈষম্য, নিপীড়ন আর বিদ্রুপের হাত থেকে দলিতরা রেহাই পাবে। • সামাজিকভাবে তাদেরকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে উঠবে। • আইন বা সরকারি স্বীকৃতি পাবে। • সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, জাতীয় উৎসব ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবে। • বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, বিনোদন ও কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা হবে।	• আইনের যথাযথ প্রয়োগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে লবি করা। • উঠান বৈঠক • এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভা। • স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে মিটিং করা ও তাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা। • দলিতদের সচেতনায়ন সভা • র‍্যালী • মানববন্ধন • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে আলোচনা সভা করা। • সরকারী সকল সেবা সমুহে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকল্পে লবি করা, মিটিং করা।

১১.৬ নারী ও শিশুর পাচার প্রতিরোধ	• পাচারের যোগ্য শিশু ও নারীর পরিবারকে সুরক্ষা ও পাচার থেকে রক্ষা পাওয়া শিশু ও নারীদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে শিশু পাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।	• যারা পাচারের শিকার হয়েছে, তাদের সমাজে ও পরিবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। • দীর্ঘমেয়াদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা হবে। • সর্বোপরি নারী ও শিশু পাচার রোধ হবে।	• শিক্ষাসহায়তা দেওয়া • চিকিৎসাসেবা প্রদান • কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান • জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া। • আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা • চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। • দলীয় আলোচনা সভা • পথনাটক • ছবি প্রদর্শন • পোষ্টার লিফলেট বিতরন। • বিলবোর্ড স্থাপন।

১২.০ পরিবেশ

নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এস বি এফ এর অন্যতম লক্ষ্য। আর এই নিরাপদ পরিবেশ তৈরীতে দরকার ব্যপক প্রচারণা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের রয়েছে একটি বড় ভূমিকা। মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করা এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এস বি এফ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

কৌশল	উদ্দেশ্য	কাঙ্খিত ফল	কার্যক্রম
১২.১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক সম্মন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক সম্মন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা • সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা	• জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হবে • পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়ে উঠবে • পরিবেশের ক্ষতি না করে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হবে	• বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারাভিযান • কর্মশালা, সেমিনার, মিটিং • মানব বন্ধন • জনসমাবেশ • এ্যাডভোকেসি • প্রতিকী প্রতিবাদ • বিকল্প শষ্য উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা • পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সচেতনতা সৃষ্টি
১২.২ সামাজিক বনায়ন	• বনজ সম্পদ উন্নয়ন • পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা • সম্পদ বৃদ্ধি	• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে • অক্সিজেন স্বল্পতা দুর হবে • বিভিন্ন প্রজাতির বনজ সম্পদ রক্ষা হবে • আর্থিকভাবে লাভবান হবে	• এলাকা নির্বাচন • উদ্যোক্তা নির্বাচন • প্রশিক্ষণ • প্রজাতি নির্বাচন • বীজ সংগ্রহ ও বীজ রোপন/চারা রোপন • চারা বিক্রয়/বিতরন • বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা
১২.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	• প্রাকৃতিক দূর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি • প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি	• প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে পারবে • দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কম হবে	• ভিডিসি গঠন • সেনসেটাইজেশন সভা • প্রশিক্ষণ • রিসোর্স ম্যাপিং • দূর্যোগপূর্ব এবং দূর্যোগকালীন প্রচারাভিযান • সম্পদ সমাবেশীকরণ • দূর্গত জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া • জরুরী খাদ্য, নিরাপদ পানি ও ঔষধ সরবরাহ • দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ • পূনর্বাসন
১২.৪ স্থায়ীত্বশীল কৃষি	• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব	• জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশে খাদ্য	• ফারমার্স ক্লাব গড়ে তোলা। • র‍্যালী ও মানববন্ধন

	স্থায়ীত্বশীল কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা	নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। • কৃষকদের সার ও বীজের জন্য পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। • নিজস্ব উপকরন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যায় হ্রাস পাবে। • জাতীয় উন্নয়নে কৃষি আরো বেশী অবদান রাখতে সম্ভব হবে।	• আলোচনা সভা। • বিলবোর্ড স্থাপন • ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে আলোচনা করা। • ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে প্রশিক্ষন প্রদান। • ডেমো প্লট তৈরী করা। • কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় মিটিং করা। • নিয়োজিত কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা। • ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীতে কৃষকদের প্রশিক্ষন দেয়া। • কৃষকদেরকে জৈব প্রযুক্তির চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরন করা। • সামাজিক বনায়ণ ও পুকুর খননের মত পরিবেশ সংরক্ষনে ভুমিকা পালনকারী কর্মকান্ডে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

১৩.০ সাংগঠনিক কৌশল

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সবদিক দিয়েই বাংলাদেশের গরীব মানুষ পিঁছিয়ে রয়েছে। উন্নয়ন তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অনৈক্য এবং অসচেতনতাই এর মূল কারণ। গরীব মানুষগুলো তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়না।

প্রায় ৩০টি সংস্থা এস বি এফ কর্মরত এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করছে দল গঠনের মাধ্যমে। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ঋণ কার্যক্রম নিয়ে। সমগ্র সমাজের দিকে বা ঐ দলের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে কেউই নজর দিচ্ছেনা। এছাড়া একজন মানুষ ঋণ পাওয়ার আশায় বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হচ্ছে। ফলে এনজিও-এনজিও দ্বন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে অনেক সময়। সর্বোপরি যুগপৎভাবে সদস্য এবং এনজিওগুলো প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এস বি এফ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে অতি-দরিদ্র মানুষগুলোকে একত্রিত করার। যারা একেবারে অবহেলিত, উন্নয়নের ছোঁয়া যাদের লাগেনি তাদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দল গঠন, তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা, দলকে টেকসই করা, মহিলাদের সচেতন করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে এস বি এফ ।

সেই সাথে প্রতিষ্ঠানকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন যোগ্য পেশাজীবি। তাদেরকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিষ্ঠানটির সাধারন কমিটি এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকেও উন্নয়নের চলমান গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক জরিপ, সামাজিক মানচিত্রায়ণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ফিল্ড ভিজিট, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরা, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নেতৃত্ব সৃষ্টি , আয় বৃদ্ধি এবং সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সিবিও গঠন করে তা সঠিকভাবে পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এস বি এফ এর।

একটি সংগঠনকে প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে হলে ভৌত অবকাঠামো তৈরীর কোন বিকল্প নেই। সেজন্য সংস্থার নিজস্ব প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এস বি এফ ।

বর্তমান শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমমনা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ এবং নেতৃত্ব প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, সম্মিলিত কর্মকান্ড গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এলক্ষ্যে এস বি এফ বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ, প্রকাশনা বিনিময়, সংস্থা পরিদর্শন, সদস্যপদ গ্রহণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন সভা আয়োজনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

১৪.০
সংস্থার আয়বর্ধক কর্মসুচিঃ

- **দল গঠন করা**

সোনার বাংলা মনে করে অনৈক্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতা নারীকে দূর্বল করে রেখেছে, আর এ দূর্বলতার কারণে সে হয়ে উঠেছে পরনির্ভশীল। যুগে যুগে পরনির্ভশীলতার শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে সে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত হওয়ায় তারা স্বাভাবিকভাবেই সমজে দূর্বল এবং দূর্বলতার কারণে তারা সংখ্যা গরিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোষন করছে সংখ্যা লঘিষ্ট শক্তি। এ রকম অবস্থা থেকে নারীকে মুক্ত করার মনষে সোনার বাংলা কাজ করে যাছে অবিরাম।

সোনার বাংলা মনে নারীকে সংগঠিত করে নিজেদের শক্তি সমদ্ধে উপলব্ধি জনানোটাই বর্তমান বস্তবায়ন মুক্তির একমাত্র পথ। আর এ লক্ষ্যে সোনার বাংলা জন্মলগ্ন থেকেই দল গঠনের মাধ্যমে গ্রামীন মহিলাদের সংগঠিত করার প্রয়াস চালাছে।

তাছাড়া গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন করে ধনী মোড়ল ও মহাজনী শ্রেনীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে উন্নয়ন কর্মে অবহেলিত বৃহত্তর জনগোষ্টির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে সংস্থা দলগঠন প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। দলগঠনের ফলে সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলার পারস্পারিক আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যা চিহ্নত করণে মাধ্যমে পরিকল্পনায় অংশনেয়ায় সমাজে তাদের অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ও সুদৃঢ় হচ্ছে।

দল গঠনের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের সংখ্যাগোরিষ্টতা শক্তিকে উন্নয়নের পক্ষে কজে লাগানো।

(খ) গ্রামীন মহিলাদের ভেতর সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ ঘটানো।

(গ) সামজিক অন্যায্যতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তৈরী।

(ঘ) গ্রামের মোট সম্পদের সুষ্ট ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ট জনসম্পদকে দক্ষ করে তোলা। গ্রামীন দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত, স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলাদের ২৫ থেকে ৩৫ জনের সমন্বয়ে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন একেকটি দল গঠন করেছে। প্রত্যেকটি দলের একটি কমিটি যারা সংবিধান অনুযায়ী সমিতির সার্বিক কর্মকান্ড পর্যাবেক্ষক করছে।

মৎস্য চাষ কর্মসুচি:

নদীমাতৃক এই দেশে সবুজ শ্যামলীমায় মাথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখাকার জলবায়ু মাছ চাষের উপযোগী সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মাছে ভাতে বাঙ্গালী এক সময়কার পুকুরভরা মাছ থাকার কাহিনী সকলেই জানা। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পুকুর বা জলাশায়গুলো মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সোনার বাংলা পতিত জমি, অব্যবহৃত হাওড়-বাওড়, হাজামজা পুকুর ইত্যাদি উপযোগী করে মৎস্য চাষ করে ধনিদেও পুকুর লীজ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে গ্রামীন মহিলাদেরকে মৎস্য চাষে অভ্যস্ত করে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে, তৃণমূল জনগোষ্টির আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া সংস্থার রয়েছে নিজেস্ব প্রদর্শণী পুকুর। এ প্রদর্শণী পুকুরে স্বল্প খরচে মৎস্য চাষের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অবিরাম কাজ চলছে। উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলো সদস্যদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) গ্রামের পতিত হাজামাজা পুকুর, জলাশয়, ডোবা খনন ও পূণখনন এর মাধ্যমে মৎস্য চাষের আওতায় আনা।

(খ) মৎস্য চাষের গ্রামীণ মহিলাদেরকে অধিকহারে সম্পৃক্ত করে তাদের উপার্জনের পথ সৃষ্টি করে দেয়।

(গ) মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ।

(ঘ) স্বল্প ব্যায়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

- **ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচি।**

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস সমূহ কর্তৃক সরবরাহের তুলনায় ঋনের চাহিদা সব সময়ই বেশী থাকায় পল্লী ও নগর উভয় এলাকার অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের সহজে আনুষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার সুযোগ করার লক্ষেই ক্ষুদ্র ঋনের প্রয়াস। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন মনে করে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা অব্যবহিত পরেই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সাক্ষরতা প্রসার, স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের যে কর্মকান্ড শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের একটি দায়িত্ব। সে লক্ষ্যেই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখেছে ।

ক্ষুদ্র ঋনের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, মূলধন লিঙ্কেজ, নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরন এবং নারী পুরুষ সমঅধিকার নিশ্চিতকরন।

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য এসবিএফ নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেঃ

- **দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।**
- **সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।**
- **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।**
- **শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ করে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।**
- **বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।**

১৫.০ ভৌগলিক অবস্থান মানচিত্র

১৬.০ কর্মসূচীর সহযোগী এবং তাদের ভূমিকা

এস বি এফ শুরু থেকেই দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ নিয়ে কাজ করছে। বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, যুবক, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, প্রাকৃতিক এবং সমাজিক দূর্যোগের শিকার জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচিভুক্ত করে থাকে। এছাড়াও এস বি এফ নাগরিক সমাজকেও বিভিন্ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করে। এসব জনগোষ্ঠী এস বি এফ এর সার্বিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, যেমন- সমস্যা চিহ্নিতকরন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এমনকি মূল্যায়ন পর্যন্ত।

বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, সরকারী দপ্তর, আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা এস বি এফ এর কর্মকান্ড বাস্তবায়নে আর্থিক এবং কৌশলগত সহযোগিতা দিয়ে থাকে। তারা এস বি এফ র কর্মকান্ডসমূহ মূল্যায়ন, পরিদর্শন, মনিটরিং, তত্বাবধায়ন করে। সরেজমিনে মাঠ কার্যক্রমও করে থাকে। কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি সংলাপেও অংশ নেয়। এতে এস বি এফ এবং দাতা সংস্থার সাথে অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

১৭.০ বাস্তবায়ন পন্থা

এস বি এফ অংশগ্রহণমূলক পন্থায় বিশ্বাসী। কর্মসূচীর পরিকল্পনা থেকে শুর করে বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। চাহিদা নিরূপন, প্রকল্প প্রণয়ন, কর্মী নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ে তদারকি, মনিটরিং, নিরীক্ষা, রিপোর্টিং ইত্যাদি বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করা হয়।

১৮.০ যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক

এস বি এফ লক্ষ্যভুক্ত পরিবারসমূহের জন্য নিয়মিত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার সাথে কর্মসম্পর্ক স্থাপন করেছে। সমমনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক গঠন ও শক্তিশালী করবে।

১৯.০ মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পরিকল্পিত কাজসমূহ সঠিক নিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষন করবে এবং মনিটরিংয়ে জনগনকে সর্বদা সক্রিয় অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবে। অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে মনিটরিং টুলস প্রস্তুত করবে যা জনগনের ব্যবহার সহজ হবে।

সংযুক্তিঃ ১ অংশগ্রহণকারী ঃ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিতি তালিকা

স্থানঃ এস বি এফ কার্যালয়, ঝিনাইদহ তারিখঃ ২৫/০৪/২০২১

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
২.	**আতাউল হক জেহাদ**	**সভাপতি**	নিশ্চিন্তপুর ,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৩.	**রাশেদ সাত্তার তরু**	**সহ-সভাপতি**	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৪.	**শিবুপদ বিশ্বাস**	**নির্বাহী পরিচালক**	নিশ্চিন্তপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৫.	**পংকজ কুমার সাহা**	**নির্বাহী সদস্য**	কলেজপাড়া, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৬.	**মোঃ মসিয়ুর রহমান**	**সমন্বয়কারী**	মাস্টারপাড়া,ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
৭.	**এম আসাদুজ্জামান**	**প্রোগ্রাম সুপারভাইজার**	চাকলাপাড়া, ঝিনাইদহ সদর	
৮.	**কুদরাৎ ই খুদা নয়ন**	**প্রকল্প সমন্বয়কারী**	নদীপাড়া,কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ।	
৯.	**জামির হোসেন সাধারন**	**সম্পাদক প্রেসক্লাব**	নিশ্চিন্তপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১০.	**মোঃ ইসহাক আলী**	**সভাপতি লোকমোর্চা**	বলরামপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১১.	**মোঃ সাইফুদ্দিন কেরু**	**সভাপতি পি এফ সি কমিটি**	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১২.	**মমতাজ বেগম**	**সাবেক কমিশনার**	ফয়লা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১৩.	**মনোয়ারা বেগম ইউপি**	**মেম্বর ও লোকমোর্চা সদস্য**	মোস্তবাপুর,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১৪.	**সুমি খাতুন ছাত্রী**	**স্টপ ওভার হোম কালীগঞ্জ**	ঢাকাপাড়া,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	
১৫.	**এনামুল হক সিদ্দিক**	**সাংবাদিক**	ইশ্বরবা,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	
১৬.	**শাহজাহান আলী,**	**সাংবাদিক**	পাইকপাড়া,কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	

সংযুক্তিঃ ২ অবস্থা বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

সবলতা	দূর্বলতা/ উন্নয়নের সুযোগ
• দক্ষ জনবল • কমিটেড স্টাফ • দক্ষ প্রশাসন • দক্ষ হিসাব বিভাগ • দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা • দক্ষ মনিটরিং এবং নিরীক্ষা বিভাগ • সকল কার্যক্রমের আলাদা নীতিমালা • মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা • প্রশিক্ষণ বিভাগ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র • যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি • সক্রিয় কার্য নির্বাহী পরিষদ • বহিরাগত নিরীক্ষা ব্যবস্থা • কর্মএলাকায় সুনাম এবং সুসম্পর্ক • সরকারী অফিস এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক • সংস্থার কোন কর্মী সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নয় • কর্মীদের নির্দিষ্ট জব রেসপনসিবিলিটি আছে • সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি • পূর্বের কাজ করার অভিজ্ঞতা • প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগনের সংস্থার প্রতি আস্থা • কর্মীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক/ আস্থাশীলতা • দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা • সংগঠিত দল আছে • আর্থিক স্বচ্ছতা • স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া	• আর্থিক সীমাবদ্ধতা • ডোনার নির্ভর • আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব • পর্যাপ্ত প্রশিক্ষকের অভাব • হিসাবের ক্ষেত্রে কর্মীদের অভিগম্যতার অভাব • দক্ষ গবেষকের অভাব • কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতার অভাব • প্রকাশনা বিভাগের অভাব • দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা • পর্যাপ্ত নিজস্ব অবকাঠামো নাই • যানবাহনের অপর্যাপ্ততা • মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনিক দূর্বলতা • দাতা সংস্থার সাথে সার্থক যোগাযোগের অভাব • যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব • আভ্যন্তরীন সমন্বয়ের অভাব • কর্মী ঝরে পড়া • বেতন কাঠামো তুলনামূলক কম • ছাপাখানার অভাব • গবেষণা, প্রকাশনা ও তথ্যায়ন বিষয়ক কর্মীর অভাব • নীতিমালা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা • কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব নয়

সুযোগ	ভীতি
• জাতীয় পর্যায়ে এনজিও কমিউনিটিতে নেতৃত্ব প্রদান • শিক্ষিত ও যোগ্য কর্মী পাওয়ার সুযোগ • স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করানোর সুযোগ • দাতা সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক • কর্ম এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ • জলবায়ু নিয়ে কাজ করার সুযোগ • জনসতেনতা বৃদ্ধি • নদী ও চর নিয়ে কাজ করার সুযোগ • স্বাস্থ্য সেবা, এসটিডি,এইচআইভি/এইডস, আর্সেনিক নিয়ে কাজ করা • প্রশিক্ষণ বাজারজাতকরণ • অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে সু-সম্পর্ক • সকল পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মত প্রকাশের সুযোগ • স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবি ও নাগরিক সমাজের সাথে সু-সম্পর্ক।	• অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা • রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চ্চা না থাকা • জবাবদিহিমূলক প্রশাসন না থাকা • রাজনৈতিক দল এবং সরকারের এনজিও বিরোধী মনোভাব • সামাজিকভাবে এনজিও কার্যক্রমের স্বীকৃতি না থাকা • মৌলবাদ • সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় • সরকারের নীতি • মূদ্রাস্ফীতি • দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থপ্রবাহ কমে যাওয়া • অস্থিতিশীল বাজার দর

সংযুক্তিঃ ৩ অগ্রাধিকার ছক

ক্রঃ নং	ইস্যূ	প্রাপ্ত নম্বর (১০ এর মধ্যে)				মোট নম্বর (৪০ এর মধ্যে)
		জনগনের চাহিদা	দাতার আগ্রহ	অন্য সংস্থা কাজ করে	সংস্থার আগ্রহ ও যোগ্যতা	
০১	শিক্ষা	৯	৫	৯	৫	২৮
০২	স্বাস্থ্য	৮	৭	৮	৫	২৮
০৩	সংস্কৃতি	৬	৫	৬	৫	২২
০৪	অধিকার ও সুশাসন	৭	৮	৭	৫	২৭
০৬	পরিবেশ	৯	৬	৭	৬	২৮
০৭	নেটওয়ার্কিং	৭	৫	৭	৫	২৪
০৮	আয়বর্ধক কর্মসুচি	৯	৫	৮	৬	২৮

সংযুক্তিঃ ৪ গ্যান্ট (**GANTT Chart**) চার্ট (নমুনা)

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
৮.১ শিক্ষা							
• উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম							
• অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণ							
• উঠান বৈঠক							
• স্থানীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় করা							
• সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন							
• শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ							
• বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ							
• এ্যাডভোকেসি							
• শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করা							
• দূর্যোগকালীন শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা							
• শিশুবান্ধব লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা							
• কর্মজীবি শিশুদের অধিকার অর্জন ও সংরক্ষনে সংশ্লিস্টদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।							
• ঝুকিপুর্ন শিশুদেরকে শিক্ষার মুলধারায় প্রতিস্থাপিত করা।							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
৯.১ স্বাস্থ্য							
● অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ							
● গণসচেতনতা গড়ে তোলা							
● প্রশিক্ষণ প্রদান							
● যথাযথ চিকিৎসা সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া							
● বাল্য বিবাহ রোধ							
● সভা							
● সেমিনার							
● প্রশিক্ষণ							
● র‍্যালী							
● পোষ্টার							
● উঠান বৈঠক							
● ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুধকরণ							
● আর্সেনিক পরীক্ষা							
● হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা							
● প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রস্তুত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।							
● প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক উপকরণ ও আয় বর্ধক খাতে অনুদান প্রদান করা।							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
● প্রশিক্ষন প্রদান ও ঋন সহায়তা মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি মূলক কাজে সম্পৃক্ত করা।							
● সমাজে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং ব্যবস্থা গ্রহন করা।							
● প্রতিবন্ধীর হার কমানোর লক্ষ্যে গর্ভবতী মায়েদের সচেতন করা এবং প্রতিবন্ধী পরিবারকে সচেতন করা।							
● প্রতিবন্ধীদের স্থায়ী শেল্টার হোমের ব্যবস্থা করা।							
● প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা করা।							
● প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রস্তুত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।							
১০. সংস্কৃতি							
● সাংস্কৃতিক দল গঠন							
● সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা							
● বিভিন্ন দিবস পালন করা							
● বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ							
১১.১ মানবাধিকার ও সুশাসন							
● এ্যাডভোকেসি							
● মানব বন্ধন							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
• স্মারকলিপি পেশ							
• সেমিনার							
• কর্মশালা							
• প্রশিক্ষণ							
• দলীয় আলোচনা							
• র‍্যালী							
• গণনাটক							
• ব্যানার, পোষ্টার, লিফলেট							
জনগনের মধ্যে ঐক্যমত গঠন							
• অধিকার সচেতন গ্রুপগঠন করা							
• অধিকার সংরক্ষণ গ্রুপগঠন করা							
• নাট্য ও সাংস্কৃতিক দল গঠন							
• মিটিং							
• সালিশী বৈঠক							
• গণমাধ্যমে প্রচার							
• বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন							
• গণনাটক							
• আইনী সহায়তা প্রদান							
• প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই							
• প্রকল্প অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন							
• বাল্য বিবাহ রোধে উদ্বুদ্ধকরণ							
• পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরন।							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
• আত্মহত্যা ও ফতোয়া বাজী প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরন।							
১২.০ পরিবেশ							
• বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারাভিযান							
• কর্মশালা,সেমিনার, মিটিং							
• মানব বন্ধন							
• জনসমাবেশ							
• এ্যাডভোকেসি							
• প্রতিকী প্রতিবাদ							
• বিকল্প শষ্য উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা							
• পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সচেতনতা সৃষ্টি							
• এলাকা নির্বাচন							
• উদ্যোক্তা নির্বাচন							
• প্রশিক্ষণ							
• প্রজাতি নির্বাচন							
• বীজ সংগ্রহ ও বীজ রোপন/চারা রোপন							
• চারা বিক্রয়/বিতরন							
• বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা							
• ভি ডি সি গঠন							
• সেনসেটাইজেশন সভা							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
• প্রশিক্ষণ							
• রিসোর্স ম্যাপিং							
• দূর্যোগপূর্ব এবং দূর্যোগকালীন প্রচারাভিযান							
• সম্পদ সমাবেশীকরণ							
• দূর্গত জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া							
• জরুরী খাদ্য, নিরাপদ পানি ও ঔষধ সরবরাহ							
• দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ							
• পূনর্বাসন							
• ফারমার্স ক্লাব গড়ে তোলা।							
• র‍্যালী ও মানববন্ধন							
• আলোচনা সভা।							
• বিলবোর্ড স্থাপন							
• **ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে আলোচনা করা।**							
• ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে প্রশিক্ষন প্রদান।							
• ডেমো প্লট তৈরী করা।							
• কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় মিটিং করা।							
• নিয়োজিত কৃষি কর্মকর্তাকে							

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা	সময়কাল					দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
		জুলাই ২১-জুন ২২	জুলাই ২২-জুন ২৩	জুলাই ২৩-জুন ২৪	জুলাই ২৪-জুন ২৫	জুলাই ২৫-জুন ২৬	
প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা।							
• ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীতে কৃষকদের প্রশিক্ষন দেয়া।							
• কৃষকদেরকে জৈব প্রযুক্তির চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরন করা।							
• সামাজিক বনায়ণ ও পুকুর খননের মত পরিবেশ সংরক্ষনে ভুমিকা পালনকারী কর্মকান্ডে কৃষকদের উৎসাহিত করা।							
• আয়বর্ধক কর্মসুচিঃ							
• দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।							
• সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।							
• ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।							
• শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ করে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।							
• বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।							